আমি কতটুকু বুঝেছি নিজেকে

+++++++++++++++++++

আজ আমি মারা গেলে হয়তো খুব কাঁদবে সবাই... যে আমার শত্রু ছিলো, সেও আমাকে দেখতে আসবে..

.বাড়ি ভরা কত মানুষ, কত হৈ চৈ করবে। কিন্তু আমি আর বলবো না.... এত হৈ চৈ ভালো লাগছে না, বাড়ি থেকে চলে গেলাম, একটু পর ফিরে আসবো...

.কিছু মানুষ পানি গরম দিচ্ছে আর কিছু মানুষ খাটিয়া আনতে গেল। একদল গেল কবর খুড়তে। তখন হয়তো আর বলবো না,.... মা, অমুক মারা গেছে, কবর খুড়তে গেলাম।

.

এক সময় বাঁশ ও কাটা হলো। বাড়ির আঙিনায় এনে বাঁশগুলো টুকরা টুকরা করে কাটছে। পানিও গরম হলো গোসল দেওয়ার জন্য... এমন কি কবরও খোড়া হয়ে গেলো....

.

কিছু মানুষ আমাকে এক কোনে নিয়ে একটা মশারী টাঙিয়ে গোসল দিবে...তখন উঠে আর বলবো না পানিটা বেশ গরম হয়েছে, আর একটু ঠাণ্ডা করে নাও....

.

গোসল করানোর পর আমাকে কিছু কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা হবে.... তখন আর বলবো না মুখের কাপড়টা একটু সরিয়ে দাও, নিশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে...

.

একসময় কান্নাকাটি বেশ বেড়ে গেলো কারণ এখন আমাকে মাটি দেবার জন্য নিয়ে যাবে। এমন কি কাধে উঠিয়েও ফেললো। তারপর সেই ঘরটার সামনে দিয়ে নিয়ে যাবে যে ঘরে আমি নাকি সারাটা জীবন কাটিয়েছি.....

.

একসময় রাস্তায় আনা হবে। মা জননী পিছে পিছে এসে খুব কাঁদবে কিন্তু আর বলতে পারবো না... মা, অমুক জায়গায় যাচ্ছি, চিন্তা করো না একটু পরই ফিরে আসছি.....

অতঃপর সবাইকে বিদায় দিয়ে আমাকে নিয়ে হাটা দিবে কবরস্থান এর দিকে, পাশে শত শত মানুষও হাটবে.... কেমন হবে সেই কষ্টের মুহূর্তগুলি একটু চিন্তা করতে পারি কি আমরা ??

.

এমন করে তো আমিও অনেক বার আস ছিলাম অন্য একজন এর লাশ নিয়ে, আজ সবাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে চিরবিদায় এর দেশে রেখে আসতে মুহূর্তগুলি চিন্তা করতে খারাপ লাগে তাই না, কিন্তু এই টা যে সত্য। কারন আল্লাহ বলেন,"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে" (সুরা আন-কাবুত-৫৭)..

.

কত মানুষকে মৃত লাশ বলে ডাকতাম, আজ সবাই আমাকেই লাশ বলে ডাকছে.. এইভাবে কিছুক্ষণ হাটার পর আমাকে কবরস্থানের এক পাশে নামাবে কারণ আমার জন্য সবাই নামাজ পরবে মানে জানাজার নামাজ। এইভাবে আমিও কতজনের নামাজ পড়ছিলাম, আজ সবাই আমার জন্য পরবে..

.

একসময় নামাজ পড়া শেষ হবে আমাকে আবার কাঁধে করে কবরের পাশে আনা হবে.... তারপর কিছু মানুষ হাতে হাতে ধরে আমাকে কবরে নামিয়ে দিবে, আমিও কিছু মানুষকে এইভাবে নামাতে দেখেছি, আজ সবাই আমাকে নামাচ্ছে..

.

একসময় সবাই হাতে হাতে ধরে আমাকে কবরে নামিয়ে ফেললো, ঠিক ঠাক মত শরীরটা ভাজ করে শুইয়ে দিলো। আহ এইতো আমার পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া। চোখ জোড়া খুলে পৃথিবীটাকে শেষবারের মত দেখতেও পারছি না.... দেখতেও পারলাম না কে কে এসেছে আমাকে মাটি দিতে।

.

অবশেষে আমাকে বাঁশ আর পাটি দিয়ে মাটি দিয়ে দিলো... কি অন্ধকার কবরের ভিতর, না পারবো মাকে ডাক দিতে, না পারবো কবর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে কখনো কি একটু চিন্তা করেছি আমরা.....??

.

আহ! এইতো আমাদের জীবন....

জন্মের সময় কত আদর নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলাম....আবার মরার সময়ও কত আদর নিয়ে বিদায় নিলাম.....

কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে আমাদের আজ নিজেকে বদলাতে হবে।

মানুষের ঘর বদলায়।

কাপড় বদলায় ।

কুটুম বদলায় ।

বন্ধু বদলায় ।

কিন্তু সে নিজেকে বদলায় না।

দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার অভ্যাস করো।

শুধু এইটুকুই মনে করে যে, হয়তো এই আযান তুমি শেষ বারের মতো শুনছো। হয়তো আপনার রব আল্লাহ আপনাকে শেষ বারের মতো ডাকছেন।

একদা এক ব্যক্তি লেখা পড়ছিল।

হঠাৎ সে ব্যক্তি বলে উঠল, "সুবহানআল্লাহ"।

তারপর সে লেখার নিচের দিকে পড়তে শুরু করল এবং বলে উঠল,

"আলহামদুলিল্লাহ "। |

সে আবার পড়তে শুরু করল এবং বলে উঠল,

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"

সে খুবই ভাল অনুভব করতে লাগল এবং বলল,

"আল্লাহু আকবার"

তারপর সে তার নিজের গোনাহ গুলো থেকে পরিত্রান পেতে বলল,

"আসতাগফিরুল্লাহ "।

এবং পরিশেষে সে তার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ

এর উপর দুরুদ পড়ল,

"আল্লাহুম্মা সাল্লিআল্লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়ালা আ- লি সায়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ।"

উপরোক্ত কাজগুলো করে সে অনেক সওয়াব অর্জন করল। তুমি কি জানো সেই ব্যক্তিটি কে?

সেই ব্যক্তিটি হলো তুমি নিজেই, মাশাআল্লাহ!

যে আদম সন্তান আজান শুনে নামাজ

পড়বেনা, কিয়ামতের দিন তার কানে গরম গরম শীসা ঢালা হবে।

অতএব আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত নয় কি?

আল্লহ আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দিন। আমিন।